কুরআন হিফজ

পদ্ধতি, কৌশল ও কারিকুলাম

গবেষণা ও গ্রন্থনা

হাফেজ প্রভাষক নাজমুল সাকিব

মেজর এ কে এম আহসান হাবীব জি+ (অব)

কুরআন হিফজ: পদ্ধতি, কৌশল ও কারিকুলাম

সর্বস্বত

ইলাননূর পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশকাল

অক্টোবর, ২০২৫

ISBN: 978-984-99357-2-8

নির্ধারিত মূল্য: ৪৫০ টাকা মাত্র।

প্রচ্ছদ ও পৃষ্ঠাসজ্জা: শেখ নাসিম উদ্দিন

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। লেখকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ যেকোনো উপায়েই হোক ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট-মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি অথবা অন্যকোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়। ধন্যবাদ।

ইলাননূর পাবলিকেশন
দোকান নং ১২০, ৩৭ গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স,
বাংলাবাজার, ঢাকা।
+৮৮০ ১৪০৭ ০৭০২৬৬-৬৯
ওয়েব: www.ilannoor.com; ইমেইল: publication.ilannoor@gmail.com

প্রকাশকের কথা

‘আলহামদুলিল্লাহ!

‘কুরআন হিফজ: পদ্ধতি, কৌশল ও কারিকুলাম’ গ্রন্থটি ইলাননূর পাবলিকেশনের এক অনন্য সংযোজন। যুগে যুগে অসংখ্য মুমিন হৃদয় কুরআনের হেফাজতে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। কিন্তু হিফজের এই পবিত্র ও সম্মানজনক যাত্রা যতই মহিমান্বিত হোক, তা সবার জন্য সহজ নয়। এই বইটি সেই কঠিন পথকে সহজ ও ফলপ্রসূ করার এক আন্তরিক প্রয়াস।

ইলাননূরের গবেষণা ও সম্পাদনা পরিষদ তাঁদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ থেকে কুরআন মুখস্থ করার এক কার্যকর, বিজ্ঞানসম্মত ও বাস্তবধর্মী পদ্ধতি উপস্থাপন করেছেন। এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে হিফজের মানসিক প্রস্তুতি, স্মৃতিশক্তি উন্নয়ন, মনোযোগ বৃদ্ধির কৌশল, ধারাবাহিকতা রক্ষা, পুনরাবৃত্তির ধাপ, এবং শিক্ষক–শিক্ষার্থী–অভিভাবকের পারস্পরিক ভূমিকার বিশদ দিকনির্দেশনা।

বিশেষভাবে এই গ্রন্থে হিফজ প্রক্রিয়াকে তিনটি ধাপে—স্মরণ, সংযোগ ও পুনঃপরীক্ষা প্রক্রিয়া—বৈজ্ঞানিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা হিফজ শিক্ষাকে নতুন কাঠামো দিয়েছে। এছাড়া এখানে বিশ্বব্যাপী প্রচলিত হিফজ কারিকুলাম ও পদ্ধতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে, যাতে শিক্ষাবিদ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ আন্তর্জাতিক মানে নিজেদের প্রোগ্রামকে সমন্বয় করতে পারেন।

গ্রন্থটির বিশেষত্ব হলো—এটি কেবল একটি তত্ত্বীয় আলোচনা নয়, বরং এক পূর্ণাঙ্গ ব্যবহারিক দিকনির্দেশনা। রঙিন চার্ট, মডেল পরিকল্পনা, এবং step-by-step manual–এর মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী সহজেই তার হিফজ যাত্রার পূর্ণরূপ বুঝতে পারে। বইটিতে বিশ্বব্যাপী আলোচিত নিউরো-লিঙ্গুইস্টিক প্রোগ্রামিং (NLP)–এর ব্যবহার, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)–নির্ভর হিফজ সফটওয়্যার, এবং QR কোড–এর মাধ্যমে বিশুদ্ধ তিলাওয়াত শোনার সুবিধা এটিকে যুগোপযোগী ও প্রযুক্তি-সমৃদ্ধ করেছে।

এটি কেবল ব্যক্তিগত হিফজ যাত্রার সহায়ক নয়, বরং প্রাতিষ্ঠানিক হিফজ প্রোগ্রাম চালুর জন্যও একটি পূর্ণাঙ্গ গাইডলাইন। শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা, শিক্ষক প্রশিক্ষণের মানদণ্ড, কারিকুলাম উন্নয়ন ও মূল্যায়ন কাঠামো—সবই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এতে।

আমরা বিশ্বাস করি, ‘কুরআন হিফজ: পদ্ধতি, কৌশল ও কারিকুলাম’ বইটি কুরআনের হিফজে আগ্রহী সকলের জন্য হবে এক অমূল্য সম্পদ এবং মাদরাসা, স্কুল ও প্রতিষ্ঠানের জন্য এক কার্যকর হ্যান্ডবুক। কুরআন হিফজ শুধু মুখস্থ করার বিষয় নয়; এটি এক জীবনচর্চা, এক আত্মিক তৃপ্তির যাত্রা।

আল্লাহ তাআলা এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন, এবং এ গ্রন্থকে যেন কুরআনের হিফজে নবজাগরণের অনুঘটক করে তুলেন—এই দোয়া করি।

تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ صَالِحَ الأَعْمَالِ

— **ইলাননূর পাবলিকেশন**

সূচিপত্র

অধ্যায় ১ : কুরআন হিফজ কেন? ১১

অধ্যায় ১.১ কুরআনুল কারিমের বিস্তৃত তাৎপর্য ও গুরুত্ব ১১

অধ্যায় ১.২ কুরআনুল কারিমের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্বসমূহ ১২

অধ্যায় ১.৩ কুরআনুল কারিম হিফজ করার গুরুত্ব ১৪

অধ্যায় ১.৪ কুরআন হিফজকারীর (حافظ القران) মর্যাদা ও সম্মান ১৬

অধ্যায় ১.৫ কুরআনের হাফিজদের পেশা নির্বাচনের (Career Opportunities) সুযোগ ও সম্ভাবনা ১৮

অধ্যায় ২ : একজন আদর্শ হাফিজের স্বরূপ : হামালাতুল কুরআন.................................. ২১

অধ্যায় ৩ : ক্বিরাতের সকল ধরণ, ক্বারী এবং রাউয়্যিগণ.. ২৫

অধ্যায় ৩.১ মুতাওয়াতির (প্রতিষ্ঠিত) গোত্রীয় ক্বিরাত ২৬

অধ্যায় ৩.২ মাশহুর গোত্রীয় ক্বিরাত ৩০

অধ্যায় ৪ : মুদ্রণভেদে কুরআনের প্রকারভেদ এবং এর হিফজ বিশেষায়িত অনুলিপি.............. ৩২

অধ্যায় ৪.১ 'কাতিবুল ওয়াহী' (كاتب الوحي) কর্তৃক লিপিবদ্ধকৃত কুরআন ৩২

অধ্যায় ৪.২ আবু বাকরীয় কুরআন বা সহিফাহ (صحيفه) ৩৪

অধ্যায় ৪.৩ উসমানীয় কুরআন ৩৬

অধ্যায় ৪.৪ নুরানী কুরআন ৩৮

অধ্যায় ৪.৫ হাফেজি কুরআন: (হিফজ বিশেষায়িত অনুলিপি) ৩৯

অধ্যায় ৫ : কুরআন হিফযের পদ্ধতি ও কৌশল.. ৪৬

অধ্যায় ৫.১ হিফজ যাত্রা শুরুর পূর্বে যেই শর্তাবলি পূরণ করা আবশ্যক ৪৬

অধ্যায় ৬ : হিফযের পদ্ধতি ৪৮

অধ্যায় ৬.১ বুঝে মুখস্থ করা পদ্ধতি ৪৮

অধ্যায় ৬.২ শুনে মুখস্থ করা পদ্ধতি ৪৯

অধ্যায় ৬.৩ লিখে মুখস্থ করা পদ্ধতি ৫০

অধ্যায় ৬.৪ পুনরাবৃত্তির বিধি ১০-৫-৫ ৫১

অধ্যায় ৬.৫ পুনরাবৃত্তির বিধি (১০-৫-৫ এর পরিবর্তে ৩-৩-৩, ৫-৫-৫) ৫২

অধ্যায় ৬.৬ কুরআন হিফজ করার জন্য নিউরো লিঙ্গুইস্টিক প্রোগ্রামিং (NLP)-এর ব্যবহার ৫৫

অধ্যায় ৭ : বিশ্বব্যাপী হিফজের প্রসিদ্ধ কারিকুলামমূহ ৭৮

অধ্যায় ৭.১ মাদিনাতুল মুনাওয়ারা ভিত্তিক 'তাকরার কারিকুলাম' ৭৮

অধ্যায় ৭.২ তুরস্ক, বসনিয়া ও মালয়েশিয়া কেন্দ্রিক 'অটোমান কারিকুলাম' ৮১

অধ্যায় ৭.৩ উপমহাদেশীয় 'পানিপথি কারিকুলাম' ৮৫

অধ্যায় ৭.৪ আফ্রিয়া কেন্দ্রিক 'মারওয়া কারিকুলাম' ৮৮

অধ্যায় ৭.৫ ইন্দোনেশিয়া-কানাডা কেন্দ্রিক 'আধুনিক কারিকুলাম' ৯০

অধ্যায় ৭.৬ লিসেন-রিপিট কারিকুলাম ৯১

অধ্যায় ৭.৭ মৌরিতানিয়ান কারিকুলাম ৯৩

অধ্যায় ৭.৮ আলজেরিয়া ও আন্দালুসিয়া কেন্দ্রিক দিন প্রতি ১ লাইন হস্ত লিখন কারিকুলাম ৯৭

অধ্যায় ৮ : তাদাব্বুর কারিকুলাম ১০০

অধ্যায় ৮.১ তাদাব্বুর কারিকুলাম পরিচিতি ১০০

অধ্যায় ৮.২ তাদাব্বুর কারিকুলামের বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ ১০১

অধ্যায় ৮.৩ তাদাব্বুর কারিকুলামে প্রস্তুতি গ্রহণে রূপরেখা ১০২

অধ্যায় ৮.৪ তাদাব্বুর কারিকুলামে কুরআন হিফজ করার ৫ পূর্বশর্ত ১০৭

অধ্যায় ৮.৫ তাদাব্বুর কারিকুলামে শ্রেণীকক্ষ উপকরণ ১০৮

অধ্যায় ৮.৬ তাদাব্বুর কারিকুলামের হিফজ শিক্ষকের যোগ্যতাসমূহ ১১২

অধ্যায় ৮.৭ তাদাব্বুর কারিকুলামের শিক্ষা প্রদান নীতিমালা ১১৩

অধ্যায় ৮.৮ তাদাব্বুর কারিকুলামের ব্যবহারিক পদক্ষেপসমূহ ১১৭

অধ্যায় ৮.৯ তাদাব্বুর কারিকুলামের অধীনে কুরআন হিফজের বহুমুখী উপকারিতা ১২৯

অধ্যায় ৮.১০ যাদের অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে তাদাব্বুর কারিকুলাম ১৩৪

অধ্যায় ৮.১১ ম্যানুয়াল বা গাইডলাইন ১৩৬

অধ্যায় ৮.১২ লিসেন-রিপিট ও তাদাব্বুর হাইব্রিড কারিকুলাম ১৩৯

অধ্যায় ৯ : হিফজ পরবর্তী নির্দেশিকা..১৪৩

অধ্যায় ১০: হিফজ শিক্ষকদের জন্যে নির্দেশনা..১৪৭

১০.১ হিফজ কার্যক্রম পরিচালনায় পালনীয় ১৪৭

১০.২ হিফজ কার্যক্রমে শারীরিক শাস্তি এবং রূঢ় ভাষার ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য ১৫৩

অধ্যায় ১১ : হিফজ পরিকল্পনা ও অগ্রগতি ছক ১৫৬

মুখস্থ করার প্রোগ্রাম ১৫৬

প্রোগ্রাম ১: ১২২২ দিন~৪ বছর ৯ মাস (বছরে ২৫০ কার্যদিবস) ১৫৮

প্রোগ্রাম ২: ৬১১ দিন~ ২ বছর ৬ মাস (বছরে ২৫০ কার্যদিবস) ১৭৯

প্রোগ্রাম ৩: ৩০৬ দিন~ ১ বছর ৬ মাস (বছরে ২৫০ কার্যদিবস) ২০০

প্রোগ্রাম ৪: ২০৪ দিন~ ৯ মাস (বছরে ২৫০ কার্যদিবস) ২১২

তাকরার কারিকুলাম; ৩০ দিনের রুটিন ২২৩

সহায়ক রিসোর্সসমূহ ২২৫

গ্রন্থপঞ্জি..২২৬

ভূমিকা

আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় পাঠকবৃন্দ,

একথা খুব স্বাভাবিকভাবেই অনুমেয় যে, কুরআনুল কারীমকে ধারণ করার সর্বজনবিদিত উপায় হল হিফজ (حفظ) সম্পূর্ণ করা। আরবি 'হিফজ' শব্দটিকে অনেকে 'মুখস্থ' বা 'memorization' হিসেবে জানলেও শব্দটির প্রকৃত অর্থ হল সংরক্ষণ বা ধারণ করা। অর্থাৎ এই হিফজ (حفظ) শব্দের ব্যাপ্তি ও গভীরতা কুরআনকে শুধু মুখস্থ করা থেকে আরো বেশি কিছু। যেই ব্যক্তি এই হিফজ সম্পূর্ণ করেন তাকেই 'হাফিজুল কুরআন' (حافظ القرآن) বলা হয়।

আল-কুরআনের হাফিজ হওয়া প্রত্যেক মুসলমানের জন্যেই একটি বড় স্বপ্ন। আমরা এই বিষয়টিকে কেবল স্বপ্ন হিসাবে ছেড়ে দিতে চাই, তাই তা আর বাস্তবে রূপ নেয় না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা হাফিজ হওয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণ করতে পারি না কারণ দুনিয়াবী নানান কাজকর্ম আমাদেরকে চারপাশ থেকে জেঁকে ধরে। এছাড়া নানা ধরনের সুযোগ সুবিধার অভাব তো রয়েছেই। হাফিজ হতে আমাদেরকে উৎসাহিত করবেন, এমন মানুষেরও অভাব। আবার আমাদের অনেকেই নিজেদের মুখস্থ করার ক্ষমতার প্রতি তেমন কোন আস্থা রাখি না।

মুসলিম সমাজের মধ্যে, কিছু সংস্কৃতি, বিশেষ করে আরব এবং আফ্রিকান সংস্কৃতির সাথে কুরআনের হিফজ করাটা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে রয়েছে। সেসব অঞ্চলের বহু লোকই সম্পূর্ণ কুরআন হিফজ করে, প্রতিটি পারা বা জুজ সম্বন্ধে রাখে বিস্তীর্ণ জ্ঞান। কুরআন তাদের জীবনের একটি অত্যন্ত সক্রিয় অংশ। রেস্তোরাঁ, বাস স্ট্যান্ড, ট্রেন, পার্ক ইত্যাদিতে কুরআনের তিলাওয়াত করা সেখানের মানুষের জন্য খুবই সাধারণ একটি ব্যাপার।

কিন্তু আমাদের দেশসহ বেশ কিছু দেশে, পাবলিক প্লেসে একটি কুরআনের কপি বহন করা বা তিলাওয়াত করা বিরল। কীভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে হয় তা না জানার জন্যে তারা লজ্জা বোধ করে না, এর পরিবর্তে তারা পাবলিক প্লেসগুলোতে কুরআন খুলতে লজ্জা বোধ করে। এসব সমাজে এমন একটি ধারণা খুব প্রকট যে, কুরআন শুধু একটি নির্দিষ্ট দল বা পেশার লোক তথা উলামা মাশায়েখদের জন্যে মুখস্থ করা উচিত, সর্বসাধারণের জন্যে হিফজ করাটা জরুরি কিছু নয়। অথচ হাফিজুল কুরআনদেরকে স্বয়ং আল্লাহু রাব্বুল আলামিন বিশেষ অধিকার এবং সুবিধা দিয়ে রেখেছেন। তিনি সূরাতু ফাতিরের (سورة فاطر) ২৯ নং আয়াতে বলে দিচ্ছেন যে, যারা এই কুরআন অধ্যয়ন করবেন, সালাত প্রতিষ্ঠা করবেন এবং হালাল রিযিক থেকে ব্যয়/দান করবেন তারা কখনোই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না।

(إِنَّ لَّذِينَ يَتۡلُونَ كِتَٰبَ للَّهِ وَأَقَامُواْ لصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ سِرّٗا وَعَلَانِيَةٗ يَرۡجُونَ تِجَٰرَةٗ لَّن تَبُور)

হিফজ (حفظ) সম্পূর্ণ করার মধ্য দিয়েই হিদায়াতের পথের আদ্যোপান্ত জানা এবং চূড়ান্ত সফলতা ও পুরস্কার অর্জন করা সম্ভব। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই চূড়ান্ত সফলতা ও পুরস্কারের বিষয়টি স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, "একজন হাফিজুল কুরআন ঠিক কুরআনের জন্য নিযুক্ত ফেরেশতার মতই সম্মানিত। কুরআনের আয়াতসমূহ যে বারংবার তিলাওয়াত করবে সে দ্বিগুণ পুরস্কার পাবে। রাসূলের (সা.) এই ঘোষণাটিকে পরবর্তীতে হাদিস লিপিবদ্ধকরণের সময় ৪৯৩৭ নম্বর হাদিস হিসেবে সহিহ বুখারিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

প্রত্যেক মুমিনের জন্যই হাফিজুল কুরআন হওয়ার দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে। এক্ষেত্রে বয়স, ব্যাকগ্রাউন্ড, ডিসিপ্লিন বা আরবি না জানা কোন বাধাই নয় যদি নির্দিষ্ট পাঠ পরিকল্পনা অনুসরণ করে এগোনো যায়। সুযোগ সুবিধার অভাব, নিজের প্রতি অনাস্থা বা অন্যান্য জরুরি কাজসমূহও আসলে কোন বিষয় নয়।

আপনার মনে যদি একথা উকি দেয় যে, আরবি ভাষায় লিপিবদ্ধ করা এতগুলো পৃষ্ঠা কীভাবে শেষ করা সম্ভব? তবে আপনার জন্যে খুব সাধারণ একটি হিসাব দেয়া যাক! মাত্র ৬০৪ পৃষ্ঠার এই কুরআনটি যদি আপনি প্রতিদিন পাঁচ লাইন করেও মুখস্থ করেন, তাহলে তিন দিনেই আপনার এক পৃষ্ঠা মুখস্থ হয়ে যাবে। ৬০ দিনের মাথায় মুখস্থ হয়ে যাবে সম্পূর্ণ এক পারা। আর পাঁচ বছরেই আপনি হয়ে উঠবেন একজন হাফিজুল কুরআন।

সাধারণ নিয়মে ৫ বছর লাগলেও ইলাননুর পাবলিকেশন্সের 'কুরআন হিফজঃ ঐতিহ্য, পদ্ধতি, কৌশল ও কারিকুলাম' বইটিতে এমন কিছু সুনির্দিষ্ট পাঠ পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা অনুসরণ করলে কোন প্রকার বাধা বিপত্তি ছাড়াই অতি সহজে মাত্র ২ বছরেই একজন হাফিজুল কুরআন হয়ে ওঠা সম্ভব। অত্যন্ত সহজ ও কার্যকর এই পাঠ পরিকল্পনাসমূহ ছাড়াও বইটিতে জানা যাবে হিফজ সম্পূর্ণ করার প্রয়োজনীয়তা, হিফজ শুরু করার পূর্বশর্তাবলী, একজন আদর্শ হামালাতুল কুরআনের স্বরূপ, পৃথিবীতে প্রচলিত হিফজ কারিকুলামসহ গুরুত্বপূর্ণ আরো অনেক বিষয়।

বরেণ্য হাফিজুল কুরআন, মুফাসসির, শিক্ষক, প্রশিক্ষক, গবেষক এবং মনোবিজ্ঞানীদের গবেষনালব্ধ কর্মের সমন্বয়ে এই বইটিতে দুইটি বিশেষায়িত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এক- ব্যক্তিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে একজন ছাত্রের হিফজ পরিকল্পনা ও অগ্রগতি ছক। দুই- সাপ্তাহিক, মাসিক ও বাৎসরিক মূল্যায়ন ছক। অনন্য এই ছকগুলোর মধ্য দিয়ে নিজেকে নিজেই যাচাই করা সম্ভব। এছাড়া বইটির শেষ দিকে রয়েছে একটি ডিজিটাল ম্যানুয়াল, যেটি দেখেও যে কোন ব্যক্তি/

প্রতিষ্ঠান অতি সহজেই হিফজের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে/করাতে পারবে। সর্বোপরি মহান আল্লাহ রাব্বুল তো নিজে থেকেই এই সম্পূর্ণ হিফজের র প্রক্রিয়াকে বান্দার জন্যে সহজতর করে দিচ্ছেন। কুরআনুল কারিমের সূরা কমারের (سوره القمر) ১৭ নং আয়াতে তিনি বলে দিচ্ছেন, "আর আমি তো তোমাদের জন্যে কুরআনকে একদম সহজ করে দিয়েছি, যাতে তোমরা এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারো। সুতরাং তোমাদের মাঝে এরকম উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি"

(وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ)

অধ্যায় ১

কুরআন হিফজ কেন?

অধ্যায় ১.১ কুরআনুল কারিমের বিস্তৃত তাৎপর্য ও গুরুত্ব

"Al-Qur'an, A Complete Code of Life" বিশ্বব্যাপী সর্বাধিক ব্যবহৃত Quote বা উক্তিগুলোর একটি। তবে অন্যান্য উক্তিগুলোর সাথে এই উক্তিটির একটি পার্থক্য হল এটি মানবসৃষ্ট কোন উক্তি নয়, এটি মানব জাতির উদ্দেশ্যে আল্লাহর সরাসরি বার্তা। তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিলসহ সকল আসমানি গ্রন্থ আল্লাহ কোন না কোন নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী, ভৌগোলিক অঞ্চল বা সময়কালের জন্যে প্রেরণ করলেও কুরআনুল কারিমকে তিনি উন্মুক্ত করে দিয়েছেন বিশ্বমানবতার জন্য। এটিকে নির্দিষ্ট করেছেন চিরন্তন ও বিশ্বজনীন গ্রন্থ হিসেবে। আর এভাবেই কুরআনুল কারিমের তাৎপর্য ও গুরুত্ব বিস্তৃত আকার ধারণ করে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সবিস্তারে বলেই দিচ্ছেন,

وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

"কুরআনকে আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, এটি বরকতময় গ্রন্থ যা আগের সকল আসমানি গ্রন্থসমূহের সত্যতা প্রমাণ করে। তুমি মক্কা ও তার বাইরের লোকদেরকে এ মর্মে সতর্ক করতে পারো যে, তারা যেন পরকাল ও কুরআনে বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং নিজেদের সালাতের যত্ন নেয়। (সুরা আনয়াম, আয়াত নম্বর ৯২)

আদর্শ সমাজ, সুশৃঙ্খল জাতি ও শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনীয় উপাদানের পাশাপাশি সহিহ আকিদা, বিশুদ্ধ ইবাদত ও উত্তম আখলাকের সকল উৎসই এই কুরআন। মুসলিমরা যদি কুরআনুল কারিমের গুরুত্ব বুঝে এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, এবং একে আঁকড়ে ধরে এতে দেখিয়ে দেয়া সকল আদেশ-নিষেধ মেনে চলে, তাহলে তারা পবিত্র জীবন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, রাজনৈতিক দক্ষতা, সামরিক শক্তি, আদর্শ সমাজসহ আরো অনেক নিয়ামতই সন্দেহাতীতভাবে লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলা বলছেন-

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰٓ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَٰتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا۟ فَأَخَذْنَٰهُم بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ

"জনপদের মানবসম্প্রদায় যদি ইমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তাহলে অবশ্যই আমি তাদের উপর আসমান ও জমিনের সকল বরকত উন্মুক্ত করে দিতাম, কিন্তু তাদের অনেকেই মিথ্যারোপ করেছে, ফলে তাদের উপার্জনের কারণেও আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি" (সূরা আ'রাফ আয়াত নম্বর ৯৫)।

সময়ের পরিক্রমায় আজ আমরা অনেকেই কুরআনুল কারিমকে আত্মস্থ করতে পারিনি, পারিনি নিজেদের লাইফস্টাইলকে এর আলোয় রঙিন করতে। অনেকেই আবার যথাযথ পরিচর্যার অভাবে হারিয়ে ফেলেছি বিশুদ্ধ তিলাওয়াতের অভ্যাস। কেউ তার হিফজ ত্যাগ করেছি, আবার কেউ কেউ ত্যাগ করেছি এর ওপর আমল করা। অতএব আমরা ঠিক এই মুহূর্তে যদি নিজেদের যথাযথ উত্থান, উন্নতি এবং সর্বোপরি ইহকালীন ও পরলৌকিক মঙ্গল চাই, তাহলে কুরআনকে আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে ধরা ব্যতীত আর কোনো পথই খোলা নেই। সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে সফলতার উচ্চ শিখরে পৌঁছেছিলেন, আমাদেরও সেই পথ ধরে এগোতে হবে। ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বলেন "কখনই এই জাতির শেষাংশের সংশোধন হবে না, এই জাতির প্রথমাংশ যা দ্বারা সংশোধিত হয়েছে তা ব্যতীত।"

قال الإمام مالك رحمه الله تعالى : " لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها

অতএব মুসলিমরা যদি কুরআনুল কারিমের বিস্তৃত তাৎপর্য ও গুরুত্ব অনুধাবন করে তাদের পূর্বপুরুষদের ন্যায় কুরআনকে আঁকড়ে ধরে, আল্লাহর সাহায্য যে তাদেরকে হাতছানি দিবে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

অধ্যায় ১.২ কুরআনুল কারিমের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্বসমূহ

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ নাবি মুহাম্মাদুর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাজিলকৃত ঐশী বাণী কুরআনুল কারিমকে মানব জাতির জন্যে উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে এর নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য এবং শ্রেষ্ঠত্বসমূহের কারণে। এগুলো হল-

১. **অপরিমাপযোগ্য মর্যাদা:** কুরআনুল কারিমের মর্যাদা বিশ্বের কোন Parameter বা মানদণ্ডে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। একইভাবে এতে বর্ণিত প্রতিটি বাণীর মর্মার্থ, সৌন্দর্য ও গভীরতা এতটাই বেশী যে, কোন মানব চক্ষু বা হৃদয় তার তল খুঁজে পাবে না। আল্লাহ সুবহানাহু ও তাআ'লা সূরাতুল হাশরের (سورة الحشر) ২১ নং আয়াতে নাবি (সা.) কে উদ্দেশ্য করে বলে দিচ্ছেন, "আমি যদি এই কুরআনকে পাহাড়ের ওপরে নাজিল করতাম, তাহলে আপনি ঐ পাহাড়কে ভয়ে কম্পিত অবস্থায় দেখতেন। এগুলো মানুষের জন্যে দৃষ্টান্ত হিসেবে আমি বর্ণনা করি যাতে তারা চিন্তা-ভাবনার সুযোগ পায়। (لَوْ

أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

২. **আশরাফুল মাখলুকাতের জন্যে সকল সতর্কবার্তার একক সংগ্রাহক :** যেই সকল সতর্কবার্তা মেনে চললে সৃষ্টির সেরা জীব মানব সন্তান দুনিয়া-আখিরাতে কামিয়াব হবে, সেই সকল সতর্কবার্তা সুবিন্যস্তভাবে একত্রে ধারণ করছে এই কুরআনুল কারিম। সূরাতুত ত্বহার (سورة طه) **১১৩** নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, "আরবি ভাষায় নাজিলকৃত আমার এই কুরআনে আমি মানুষের জন্যে সকল সতর্কবার্তা সবিস্তারে সংযুক্ত করে দিয়েছি যাতে তারা সকল প্রকারের গোমরাহী থেকে বেঁচে থাকতে পারে এবং তাদের মনে কোন প্রকার কুচিন্তার উদ্রেক না হয়"

وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا

৩. **গুণবাচক 'ফুরকান' (فرقان) নামে সত্য মিথ্যার পার্থক্য সৃষ্টিকারী মহাগ্রন্থ :** কুরআনুল কারিমের একটি গুণবাচক নাম হল 'ফুরকান'। আর ফুরকান শব্দটির অর্থ হল সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী। যে কোন বিষয়েই কুরআনুল কারিম স্পষ্টভাবে সত্য মিথ্যার পার্থক্য করে দিতে পারে। কুরআনের ২৫ নং সূরা, সূরাতুল ফুরকানের (سورة الفرقان) **১** নং আয়াতেই আল্লাহ কর্তৃক বলে দেয়া হচ্ছে যে, "তিনি পরম কল্যাণময় যিনি তার নিজ বান্দার জন্যে 'ফুরকান' তথা সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী গ্রন্থ অবতীর্ণ করে বিশ্বজগতের জন্যে সতর্ককারী হয়" (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ١)। একইভাবে **১৭** নং সূরা, সূরাতুল ইসরার (سورة الإسراء) **১০৫** নং আয়াতেও আল্লাহ এই কুরআনকে চিরসত্য হিসেবে সম্বোধন করে বলেন, "আর আমি এটিকে সত্যসহ অবতীর্ণ করেছি এবং এটি সত্যসহই অবতীর্ণ হয়েছে" (وَبِالْحَقِّ أنزلناه وَبِالْحَقِّ نَزَلَ)। একইভাবে তিনি সুরাতুল ফুসসিলাতের (سورة فصلت) ৪১ নং এবং ৪২ নং আয়াতে বলেন, **"নিশ্চয়ই এটি প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিতের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়া সেই মহা সম্মানিত গ্রন্থ, যাতে কোন দিক থেকেই বাতিল প্রবেশ করতে পারে না। না সম্মুখ থেকে, না পেছন থেকে।"** (وَإِنَّهُۥ لَكِتَٰبٌ عَزِيزٌ ٤١ لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ٤٢)

৪. **আধুনিক বিজ্ঞানের অপার দ্বার উন্মোচনকারী :** তথাকথিত ধর্মগ্রন্থসমূহে শুধু ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, রীতিনীতি এবং বিধি নিষেধসমূহের নির্দেশিকা প্রদান করা হলেও কুরআনুল কারিম কোনোভাবেই তেমনটি নয়, কেননা এতে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান বর্ণিত হওয়ার পাশাপাশি উন্মুক্ত হয়েছে আধুনিক বিজ্ঞানের নানান শাখা প্রশাখা। আল্লাহ স্বয়ং সূরাতুল ইয়াসীনের ২ নং আয়াতে এভাবে শপথ করছেন যে, "বিজ্ঞানময় কুরআনের শপথ" (وَالْقُرْآنِ الْحَكِيم)!

৫. **মহৌষধ ও রহমতসমূহের ভাণ্ডার :** এই কুরআন মু'মিনদের জীবনযাপনকে রহমত দিয়ে যেমনি পরিপূর্ণ করে দেয়, তেমনি মুমিনের যে কোন ধরনের সমস্যা বা ব্যাধিতে মহৌষধ হিসেবেও কাজ করে। বাতলে দেয় হিদায়াতের সুনির্দিষ্ট পন্থা। সূরাতু বানী ইসরাঈলের (سورة بني إسرائيل) **৮১** নং

এবং ৮২ নং আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন, "ঈমানদারেরা যাতে প্রতিষেধক এবং রহমত পেতে পারে আর জালিমরা যাতে অনিষ্টতায় পতিত হতে থাকে সেজন্যেই আমি এই কুরআন নাজিল করেছি" (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا)। একইভাবে সূরাতুল ফুসসিলাতের (سورة فصلت) ৪৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন, "বল এটি (কুরআন) মু'মিনদের জন্য হিদায়াত এবং মহৌষধ" (قُلۡ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدٗى وَشِفَآءٞ।)।

৬. **মানব জাতির জন্যে আলোকবর্তিতা এবং পথপ্রদর্শক :** কুরআনুল কারিম মানবসম্প্রদায়ের জন্যে আলোকবর্তিতা এবং পথপ্রদর্শকস্বরূপ। এতে নির্দেশিত পথের বাইরে পা রাখলেই অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে হবে, জাতি হয়ে যাবে পথহারা। এ কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই মহাগ্রন্থকে 'নূর' তথা 'আলোকবর্তিতা' হিসেবে সম্বোধন করে সূরাতুল মা'ইয়িদাহ-এর (سورة المائدة) ১৫ নং এবং ১৬ নং আয়াতে বলেন, "নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে আল্লাহর নিকট হতে স্পষ্ট ও আলোকিত গ্রন্থ এসেছে যার দ্বারা আল্লাহ তার সেসকল বান্দাদের শান্তির পথ দেখান, যারা তাকে অনুসরণ করে সন্তুষ্ট করতে চায়। এবং এ সকল বান্দাদেরই তিনি স্বীয় নির্দেশে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসে" (قَدۡ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٞ وَكِتَٰبٞ مُّبِينٞ ١٥ يَهۡدِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضۡوَٰنَهُۥ سُبُلَ ٱلسَّلَٰمِ وَيُخۡرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذۡنِهِ ١٦)। এভাবে তিনি সূরাতুল ইসরার (سورة الإسراء) ৯ নং আয়াতেও এ কথা জানান দিচ্ছেন যে, "নিশ্চিতভাবেই এই কুরআন সবচেয়ে সরল পথকে বাতলে দেয়"। (إِنَّ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ يَهۡدِي لِلَّتِي هِيَ أَقۡوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ)

অতএব, এতসব বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্বে অদ্বিতীয় যেই মহা ঐশীগ্রন্থ, সেই ঐশীগ্রন্থকে নিজের মাঝে ধারণে আর দেরি কেন? চলুন না, সঠিক পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বনে আমাদের এই হাফিজুল কুরআন (حافظ القران) হওয়ার পদযাত্রা হোক আরো মসৃণ এবং সুখকর।

অধ্যায় ১.৩ কুরআনুল কারিম হিফজ করার গুরুত্ব

কুরআনুল কারিম হিফজ করার গুরুত্ব এতোটাই বেশী যে, মুহাম্মাদুর রাসূল (সা.) নানান ভাবে তার সাহাবীদেরকে উৎসাহ দিতেন তারা যেন কুরআনুল কারিমের হিফজ সম্পূর্ণ করেন। ফলস্বরূপ রাসূল (সা.) বেঁচে থাকতেই সাহাবিদের একটি বড় অংশ হিফজ সম্পূর্ণ করে ফেলেন। আবু বকর, ওমর, উসমান, আলী, তালহা, সাদ ও ইবনে মাসউদসহ (রা.) সহ সকল বাঘা বাঘা সাহাবিরাই ছিলেন হাফিজুল কুরআন (حافظ القران)।

৬৩২ খ্রিষ্টাব্দের ৮ জুন মাদিনাতে রাসূল (সা.) এর ইন্তিকালের পর এমন একটি ধরনা প্রকট হয়েছিল যে, হয়ত হাফিজুল কুরআন হওয়ার এই ধারাবাহিকতায় এবার ভাটা পড়বে কিন্তু সমস্ত জল্পনা কল্পনাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে এই হাফিজুল কুরআন হওয়ার ধারাবাহিকতা উম্মতের মধ্যে অব্যাহত থেকে যায়। সাহাবা আজমাইন হতে তাবেইন, তাবে-তাবেইন, আইম্মায়ে মুজতাহিদিন,

সালাফে সালেহীন হয়ে বর্তমান কাল পর্যন্ত এই হাফিজুল কুরআন হওয়ার ধারা অব্যাহত রয়ে গেছে। সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং বিষয়টি হল কালের পরিক্রমায় এর একটি হরফও পরিবর্তন করা সম্ভব হয়নি। পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থটি রয়ে গেছে অক্ষত, অবিকৃত এবং অবিকল। আর এ সব কিছুর পেছনে মূল কারণটি হল এই কুরআনকে রক্ষা করার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিয়েছেন। সূরাতুল হিজরের (سوره الحجر) ৯ নং আয়াতে তিনি বলেন, “আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি। আর এর সংরক্ষকও আমি নিজেই” (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَـٰفِظُونَ)।

কুরআনুল কারিমের হিফজ বিষয়ক একটি তথ্য রীতিমতো চমকে দেওয়ার মত, সেটি হল মুখস্থকরণের দিক বিবেচনায় বর্তমান বিশ্বে কুরআনুল কারিম রয়েছে শীর্ষস্থানে। মহান এই ঐশী গ্রন্থকে যত মানুষ মুখস্থ করেছে, পৃথিবীর আর কোনো গ্রন্থকে এত মানুষ মুখস্থ করেছে বলে কোন রেকর্ড নেই। সমগ্র বিশ্বে প্রায় ৮০ লাখ হাফিজুল কুরআন রয়েছেন। নিঃসন্দেহে এই সংখ্যা আরো বাড়বে বৈ কমবে না। কেননা হাফিজুল কুরআন তৈরির এই মিশন যে স্বয়ং রাসূল (সা.) এর হাত দিয়েই চালু হয়েছে। উবাদাহ ইবনে সামেত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রচণ্ড ব্যস্ত সময়েও যখন কোনো ব্যক্তি হিজরত করে তার কাছে আসত, তখন তিনি নিজে তাকে হাফিজ হওয়ার সবক দিতে না পারলেও আমাদের কারো কাছে ঠিকই সোপর্দ করে দিতেন, যেন তাকে আমরা কুরআনের সবক দেই।”

যেহেতু মুহাম্মাদুর রাসূল (সা.) স্বয়ং হাফিজুল কুরআন ছিলেন, সেহেতু তার আদর্শ ধারণ ও তার প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের জন্যে নিজেকে এবং নিজ সন্তানদেরকে একজন হাফিজুল কুরআন হিসেবে গড়ে তোলার বিকল্প আর কীইবা হতে পারে। মায়মুনি রহ. বলেন, “আমি একদিন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহিমাহুল্লাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, আমার আদরের ছেলেটিকে আমি কোনটা শিক্ষা দিব? কুরআনুল কারিম, নাকি হাদিসুশ শারিফ? তিনি আমাকে সরাসরি বলে দিলেন, তুমি তোমার ছেলেকে আগে কুরআন শিক্ষা দাও। আমি তাকে বললাম, সম্পূর্ণ কুরআন শিক্ষা দিব? তিনি বললেন, তোমার ছেলের পক্ষে যদি সম্পূর্ণ কুরআন হিফজ করা খুব বেশী কষ্টকর হয়, সেক্ষেত্রে তাকে কমপক্ষে কুরআনের অংশবিশেষ শিক্ষা দাও”। একই প্রসঙ্গে ইমাম নববি রহ. বলেন, “কুরআনুল কারিমের হিফজ সম্পূর্ণ করাটাই সর্বাগ্রে জরুরি। আদর্শ পুরুষরা কখনোই কুরআনুল কারিম হিফজ না করে অন্য কাউকে হাদিস এবং ফিকহের শিক্ষা দিতেন না। এমনকি হাদিস-ফিকহে মগ্ন হতে গিয়ে যদি কুরআনুল কারিমের কোনো অংশ ভুলে যাওয়ার উপক্রম হয় সেক্ষেত্রে হাদিস ও ফিকহে মগ্ন হওয়াটা জরুরি নয়।

ইসলামি শিক্ষানীতিতে একজন ছাত্র বা ছাত্রীর প্রথম কর্তব্য হল কুরআনুল কারিম হিফজ করা। খতিব বাগদাদি (রহ.) এ ব্যাপারে বলেন, “নিঃসন্দেহে একজন ইলম অন্বেষণকারীর জন্যে

সর্বপ্রথম কর্তব্য হল কুরআনুল কারিম হিফজ করা, কেননা কুরআনুল কারিমই হল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বোত্তম ইলমের ভাণ্ডার"। একইভাবে ইমাম আবু ওমর ইবনে আব্দুল বারের (রহ.) বলেন, "ইলম অর্জন করার কয়েকটি ধাপ, স্তর ও বিন্যাস রয়েছে। এর এসব ধাপগুলোর মাঝে সর্বপ্রথম ধাপ হল কুরআনুল কারিম হিফজ করা। ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) তো সরাসরিই বলে দিয়েছেন, "মানুষ যে-সব জ্ঞানকে ইলম বলে থাকে, তার ভেতর সর্বাগ্রে রয়েছে কুরআনুল কারিম হিফজ করা"।

বিশ্বায়নের এই যুগে কুরআনুল কারিমের হিফজ করার গুরুত্বকে অনুধাবন করে ইলাননূর পাবলিকেশনের 'কুরআন হিফজঃ ঐতিহ্য, পদ্ধতি, কৌশল ও কারিকুলাম' গ্রন্থটি সকল শ্রেণি পেশার মানুষের জন্যে অবারিত করে দিয়েছে হাফিজুল কুরআন হওয়ার সহজ সরল পদ্ধতি। সর্বদা আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিনের অনুগ্রহ অনুসন্ধান করে এগিয়ে গেলে নিশ্চই আমরা কামিয়াব হব ইনশাল্লাহ।

অধ্যায় ১.৪ কুরআন হিফজকারীর (حافظ القران) মর্যাদা ও সম্মান

কুরআনুল কারিমের সংরক্ষণ প্রক্রিয়ায় অন্যতম অংশীদার হিসেবে হাফিজুল কুরআনেরা বিশেষ সম্মান এবং মর্যাদা সংরক্ষণ করে। ইসলাম কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ এই সম্মান এবং মর্যাদাগুলো হল-

১. **সর্বোত্তম ব্যক্তিবর্গ হিসেবে পরিগণিত :** মু'মিনগণ আল্লাহর প্রিয়ভাজন হলেও তাদের মধ্যে যিনি কুরআনুল কারিমের হিফজ সম্পূর্ণ করতে পারবেন তথা হাফিজুল কুরআন (حافظ القران) হতে পারবেন, তিনি আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হবেন। সহিহ বুখারির ৫০২৮ নং হাদিসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, মুহাম্মাদুর রাসুল (সা.) বলছেন, "সন্দেহাতীতভাবে সেই ব্যক্তি তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম যিনি নিজে কুরআনুল কারিমের সবক গ্রহণ করেন এবং অন্যকেও এর সবক প্রদান করেন"। (خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَه)

২. **কিয়ামাহ-র দিনে (يوم القيامة) বিশেষ সংবর্ধনা :** কিয়ামাহ-র দিনে হিফজ সম্পন্নকারী প্রতিটি নর-নারীর জন্যে থাকবে বিশেষ সংবর্ধনার আয়োজন। তিরমিজী শরীফের ২৯১৫ নং হাদিস থেকে জানা যায়, মুহাম্মাদুর রাসুল (সা.) বলেছেন, "কিয়ামাহ-র দিনে কুরআন স্বয়ং উপস্থিত হয়ে তার ধারকদের জন্য আল্লাহর কাছে আবদার করে বলবে, হে প্রভু তাকে অলঙ্কারে অলংকৃত করে দিন। তৎক্ষণাৎই কুরআনের বাহককে সম্মান ও মর্যাদায় সর্বোৎকৃষ্ট মুকুটটি পরিয়ে দেয়া হবে। এরপর কুরআন আবারো বলে উঠবে, হে আমার প্রভু, তাকে বিশেষ পোশাকে সুসজ্জিত করে দিন। এবং এবারো সাথে সাথেই তাকে বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ এক সেট পোশাক পরিধান করিয়ে দেয়া হবে। এ পর্যায়ে কুরআন বলবে, হে আমার প্রভু, তার প্রতি আপনি সম্পূর্ণরূপে খুশি ও সন্তুষ্ট হয়ে যান। এবং সে অনুযায়ীই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এবারে তার কুরআনের ধারকের ওপর পরিপূর্ণভাবে সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।

সর্বশেষ পর্যায়ে হাফিজুল কুরআনকে বলা হবে, তুমি একেকটি আয়াত তিলাওয়াহ করতে থাকো আর উপরের দিকে উঠতে থাকো। আর এভাবেই প্রতিটি আয়াতের বিনিময়ে তার একটি করে সওয়াব বৃদ্ধি হতে থাকবে।(يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ حَلِّهِ فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ زِدْهُ فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ فَيَرْضَى عَنْهُ، فَيُقَالُ لَهُ: اقْرَأْ وَارْقَ وَتُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً)

৩. **ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং আইনসভায় আদর্শ নেতা :** ইসলামি রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় নির্বাহী, আইনসভা এবং বিচার বিভাগ পরিচালিত হয় 'ইমাম' কেন্দ্রিক। আর কুরআনুল কারিমের বিশুদ্ধ তিলাওয়াহকারী হিসেবে হাফিজুল কুরআনেরাই হয়ে থাকেন সর্বজনস্বীকৃত একজন ইমাম। সুনানে আবি দাউদের ৫৮২ নং হাদিসে একথা লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, রাসুলুল্লাহি (সা.) বলেন, "আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রদত্ত মহাগ্রন্থ সম্পর্কে সর্বাধিক অভিজ্ঞ এবং কিরাতে সাবলীল ব্যক্তিগণই গণমানুষের ইমামতির দায়িত্বে থাকবে (لوگوں کی امامت وہ شخص کرے جو کتاب اللہ کو سب سے زیادہ)

ইসলামিক বিচারব্যবস্থা সংক্রান্ত বিখ্যাত গ্রন্থ কিতাবু আদাবিল কাজির (كتاب أدب القاضي) ৬৩০ নং পৃষ্ঠার বর্ণনা থেকে জানা যায়, ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) (عمر بن الخطاب) প্রখ্যাত হাফিজুল কুরআন সালিম ইবনে মাকাল (রা.) সম্পর্কে এই মন্তব্য করেন যে, "আজ যদি সালিম আমাদের মাঝে বেঁচে থাকত, তবে আমি কোনোভাবেই এই শুরা কমিটি (পরামর্শ কমিটি) গঠন করতাম না।" অর্থাৎ এই ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্যে নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্তগুলো শুরা কমিটির মাধ্যমে না নিয়ে সালিম ইবনে মাকাল (রা.) এর কাছ থেকেই নেয়া হত একমাত্র এই কারণে যে, হাফিজ হিসেবে সালিমই (রা.) ছিলেন তিলাওয়াতের চর্চা ও এর আমলে অগ্রগণ্য।

৪. **মৃত অবস্থাতেও অগ্রাধিকারপ্রাপ্তি :** দুনিয়াতে জীবিত থাকা এবং কিয়ামাহ-র ময়দানে পুনরুজ্জীবিত হওয়ার যেই সময়টা, সেই সময় দুটো বাদেও আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে হাফিজুল কুরআনরা অগ্রাধিকার পায়। আর সেই সময়টা হল মৃত অবস্থায় কবরের মাটিতে। সহিহ বুখারির (البخاري) ১৩৪৩ নং হাদিসে এ বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে যে, প্রখ্যাত সাহাবী (صحابي) হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুহাম্মাদুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের যুদ্ধে শহিদ হওয়া দু'জনকে এক কাপড়ে কাফন দিতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এদের দু'জনের মাঝে কুরআনকে অধিক ধারণ করেছে কে?" কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তরে কাউকে যখন নির্দিষ্ট করা যায়নি তখন তিনি জানান দেন যে, "যদি তাকে চিহ্নিত করা যেত, তাহলে তাকেই তিনি আগে কবরে রাখতেন; এবং এই মর্মে ঘোষণা দিতে দিতেন যে, কিয়ামাহ-র দিনে তিনি নিজে তার সাক্ষী হবেন।"(أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، وَقَالَ: أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ)

৫. **হাফিজুল কুরআনের বাবা-মায়ের জন্যেও বিশেষ সম্মাননা :** হাফিজুল কুরআনদের কল্যাণে তাদের বাবা-মায়েদের জন্যেও রয়েছে বিশেষ সম্মাননাপ্রাপ্তির সুযোগ। আবু দাউদের ১৪৫৩ নং হাদিসে

স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে যে, রাসুলুল্লাহি (সা.) বলছেন, কুরআনের পাঠকেরা যদি তাদের পাঠ অনুসারে আমল করে তাহলে তাদের বাবা-মা'য়েদেরকেও কিয়ামাহ-র দিনে এমন এক মুকুট পরিয়ে সম্মাননা দেয়া হবে যেই মুকুটের উজ্জ্বলতা সূর্যের আলোর উজ্জ্বলতাকেও ছাড়িয়ে যাবে। আর যেই সূর্য সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত করছে, যেই সূর্য যদি তোমাদের ঘরেই বিদ্যমান থাকে তাহলে ব্যাপারটি কেমন হবে একবার ভাবুন তো? (مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ أُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْؤُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بُيُوتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيكُمْ فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهَذَا)

৬. **স্বপরিবার বা বংশের ১০ জাহান্নামীকে জান্নাতের সুপারিশ করার ক্ষমতা :** একজন হাফিজুল কুরআন শুধু নিজের জান্নাত নিশ্চিত করার ক্ষমতাই নয়, নিজ পরিবার বা বংশের আরো ১০ জন নিশ্চিত জাহান্নামীর জন্যেও আল্লাহর কাছে জান্নাত সুপারিশ করার বিশেষ ক্ষমতা রাখেন। বাইহাকি শুয়াবুল ইমানের ১৯৪৭ নং হাদিস এবং তিরমিজির ১১৪ নং হাদিসে হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রা:) এর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, রাসুলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, "যেই ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে হিফজ করেছে এবং সেই হিফজকে যথাযথ সংরক্ষণ করেছে, আর হালালকে হালাল হিসেবে ও হারামকে হারাম হিসেবে গণ্য করেছে, মহান আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে তো জান্নাতে তো প্রবেশ করাবেনই, সেই সাথে তাকে এমন সুযোগ প্রদান করবেন যাতে সে তার নিজ পরিবার বা বংশধর থেকে নিশ্চিত জাহান্নামি আরো ১০ জনের জন্যে জান্নাতের সুপারিশ করতে পারে।" (مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَاسْتَظْهَرَهُ، شُفِّعَ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارُ)

সুপ্রিয় পাঠক, সঠিক কৌশল ও পদ্ধতির মাধ্যমে নিজেকে একজন হাফিজুল কুরআন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে এহেন সব মর্যাদা ও সম্মানের ভাগীদার হতে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন আমাদের সকলকেই কবুল করুক (تقبل الله منا ومنكم)।

অধ্যায় ১.৫ কুরআনের হাফিজদের পেশা নির্বাচনের (Career Opportunities) সুযোগ ও সম্ভাবনা

যদিও হাফিজ হতে হয় একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার উদ্দেশ্যে, তবুও আল্লাহ হাফিজদের জন্যে আখিরাতের অফুরন্ত পুরস্কারের পাশাপাশি দুনিয়াতেও কর্মসংস্থানের অসংখ্য সুযোগ ও সম্ভাবনা তৈরি করে দেন। প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে বিচারপতি সকল ক্ষেত্রেই রয়েছে হাফিজুল কুরআনদের পদার্পণ, হাফিজুল কুরআন হওয়ার কারণে তারা সেই ক্ষেত্রগুলোতে অন্যরকম সম্মানের অধিকারী হয়েছেন। যেমন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান এবং পাকিস্তানের বিচারপতি জাস্টিস মুহাম্মদ তাকি উসমানি। সুপ্রিয় পাঠক, আমাদের সমাজে এমন অনেক পেশা (Career Opportunities) রয়েছে যেগুলোতে আপনি কুরআনের হিফজ সম্পন্ন করার সাথে সাথেই যোগদান করতে পারবেন। এগুলোর মাঝে কয়েকটি হল-

১. **শিক্ষকতা :** একজন হাফিজুল কুরআনের স্কুল, মাদ্রাসা বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কুরআনের শিক্ষক এবং ইসলামি শিক্ষার শিক্ষক হিসেবে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের মুসলমানদের মাঝে দ্বিনি জ্ঞান আরোহণ ও হিফজ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় মাদ্রাসা ও ইসলামি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে প্রচুর হিফজ শিক্ষকের চাহিদা তৈরি হয়েছে। এছাড়া অনেক প্রতিষ্ঠান অনলাইনে কুরআন শিক্ষার বিভিন্ন রকম কোর্স অফার করে থাকে, সেখানেও হাফিজুল কুরআনদের চাহিদা ক্রমবর্ধমান।

২. **ইসলামিক স্কলার :** একজন স্বনামধন্য ইসলামিক স্কলার হওয়ার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয় কুরআনের হিফজ, কেননা দেশ-বিদেশের স্বনামধন্য ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনার্স লেভেলে ভর্তির পূর্বশর্ত হিসেবে (Prerequisite) কুরআনের হিফজকে রাখা হয়েছে। যেমন সৌদী আরবের মক্কায় অবস্থিত উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের "দাওয়া 'ইসলামিক কল' এন্ড ফান্ডামেন্টালস অফ রিলিজিওন কলেজ"-এর (College of Da'wa 'Islamic Call' and Fundamentals of Religion) বিভাগগুলোতে অনার্স লেভেলে ভর্তির পূর্বশর্তই (Conditions of admission) হল কুরআনের হিফজ। বাংলাদেশেও "আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম"-এর (International Islamic University Chittagong) শরিয়াহ ও ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদে (FACULTY OF SHARIAH AND ISLAMIC STUDIES) প্রথম সেমিস্টারের প্রথম কোর্সটিই রাখা হয়েছে কুরআন হিফজের (Memorization of the Holy Qur'an and Intonation-FSC-1105)।

৩. **ইমাম :** বর্তমানে যে কোন মসজিদের ইমাম বা খতিব হিসেবে নিয়োগ পেতে হলে তাকে হাফিজুল কুরআন হতেই হয়। হাফিজুল কুরআন হওয়া ব্যতীত কাউকে সেখানে ইমাম হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় না। ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পেশ ইমাম নিয়োগের জন্যে যে সকল নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি (Job circular) প্রকাশ করে তাতে হাফিজুল কুরআন হওয়ার শর্ত জুড়ে দেয়া হয়। হাফিজুল কুরআন ছাড়া অন্য কেউ সেখানে আবেদন করতে পারে না।

৪. **মিডিয়া ব্যক্তিত্ব বা পাবলিক স্পিকার :** বিভিন্ন মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম যেমন টেলিভিশন শো, রেডিও প্রোগ্রাম, পডকাস্ট বা পাবলিক স্পিকিং ইভেন্টের মাধ্যমে কুরআন শিক্ষা দিয়ে ইসলামি মিডিয়া ব্যক্তিত্ব বা পাবলিক স্পিকার হিসেবেও ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ রয়েছে হাফিজুল কুরআনদের। বর্তমান বিশ্বের সর্বাধিক জনপ্রিয় মিডিয়া ব্যক্তিত্ব বা পাবলিক স্পিকাররাই হাফিজুল কুরআন যেমন- নুমান আলি খান, ইয়াসির কাঁদি এবং ডা. জাকির নায়েক।

৫. **তারাবির নামাজে (صلاة التراويح) চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ :** ঢাকাসহ বাংলাদেশের জেলা শহরগুলোতে তারাবির নামাজে ইমামতি করার জন্যে হাফিজদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়। সেখানে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা এবং ভাইভাও নেয়া হয়। রমাদানের শেষে সেই হাফিজদেরকে উচ্চমাপের সম্মানী প্রদান করা হয়।

৬. **জাতীয় ও আন্তর্জাতিক হিফজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ :** হাফিজুল কুরআনরা বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক হিফজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে দেশের জন্যে সুনাম বয়ে আনতে পারেন। একইসাথে তারা পেতে পারেন নগদ লক্ষাধিক টাকাসহ আরো অসংখ্য পুরস্কার। যেমন সর্বশেষ (এই বইটি যখন লেখা হচ্ছে, সে সময়ে) আন্তর্জাতিক হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতায় (৪২তম বাদশাহ আব্দুল আজিজ আন্তর্জাতিক হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতা) ১১১ দেশের ১৫৩ জন হাফিজদের মধ্যে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছেন বাংলাদেশের হাফিজ সালেহ আহমদ তাকরিম। তাকে প্রায় সাড়ে ২৭ লাখ টাকা পুরস্কার, সনদ ও সম্মাননা ক্রেস্ট দেওয়া হয়।